অর্থালঙ্কার ঃ রূপবৈচিত্র্য

❑ উপমা ❑

একই বাক্যে, যদি দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাকে 'উপমা' অলঙ্কার বলে। এই সাদৃশ্য গুণগত বা ক্রিয়াগত যে কোনো প্রকার হতে পারে। যেমন—

পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'মুষ্টি' ও 'পদ্মের কলিকা' দুটি বিজাতীয় পদার্থ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—উভয়েই 'ক্ষুদ্র'। সাদৃশ্যবাচক 'সম' শব্দও চরণটির মধ্যে রয়েছে। একটি বাক্যের মধ্যেই উভয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

মন্তব্য ঃ 'পদ্মের কলিকা' ও 'মুষ্টি'র সাদৃশ্য গুণগত এবং সেই গুণ উভয়ের ক্ষুদ্রতা।

উপমার চারটি অঙ্গ। অঙ্গ চারটি হল—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমেয়—যাহাকে তুলনা করা হয়। উপমান—যাহার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণধর্ম—যে ধর্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ে বিদ্যমান।

সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায়, তুলনা, ন্যায়, যথা, বৎ ইত্যাদি শব্দ।

'পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি'—এই বাক্যে মুষ্টি উপমেয়।

পদ্মের কলিকা—উপমান। ক্ষুদ্র—সাধারণ ধর্ম। সম—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

অলঙ্কারটির বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) তুলনাটি একটি বাক্যের মধ্যে হতে হবে।

(২) যাদের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে তাদের বিজাতীয় বস্তু হতে হবে অর্থাৎ এক জাতীয় বস্তু হলে চলবে না। যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের তুলনা চলবে না।

(৩) বস্তু দুটির মধ্যে যে অমিল আছে তা দেখানো যাবে না।

(৪) বস্তু দুটির মধ্যে যেখানে মিল আছে শুধুমাত্র সেটুকুই উল্লেখ করতে হবে।

(৫) সব জায়গায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে অথবা তার বোধ অনুভূত হবে।

(৬) একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকতে পারে, সেই অনুযায়ী সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

(৭) উভয়ের (উপমেয় ও উপমানের) সাদৃশ্য দেখানো হয়, মূলত গুণগত ও ক্রিয়াগত দিক থেকে।

Scanned with CamScanner

(৮) উপমেয় ও উপমানের ভেদ বোধ লুপ্ত হয় না।

(৯) উপমা অলঙ্কারে উপমেয় অনুসারে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়।

(১০) উপমা অলঙ্কারে উপমেয়ের গুরুত্ব উপমানের চেয়ে বেশি।

উপমার নানান প্রকরণের পরিচয় দিতে গিয়ে আলঙ্কারিকগণ একে নানান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী—'উপমা প্রধানতঃ চার রকম' বলেও পাঁচ প্রকার উপমার পরিচয় দিয়েছেন।

অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা এই তিন শ্রেণীর উপমার পরিচয় দিয়েছেন।

ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা, স্মরণোপমা—এই চারটি শ্রেণীর উপমার পরিচয় দিয়েছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে উপমার ২৭টি শ্রেণী রয়েছে। আবার বহু আলঙ্কারিক সাদৃশ্যবাচক সমস্ত অলঙ্কারকেই বলেন উপমা। লক্ষণ ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে নিম্নে উপমার সাতটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হল।

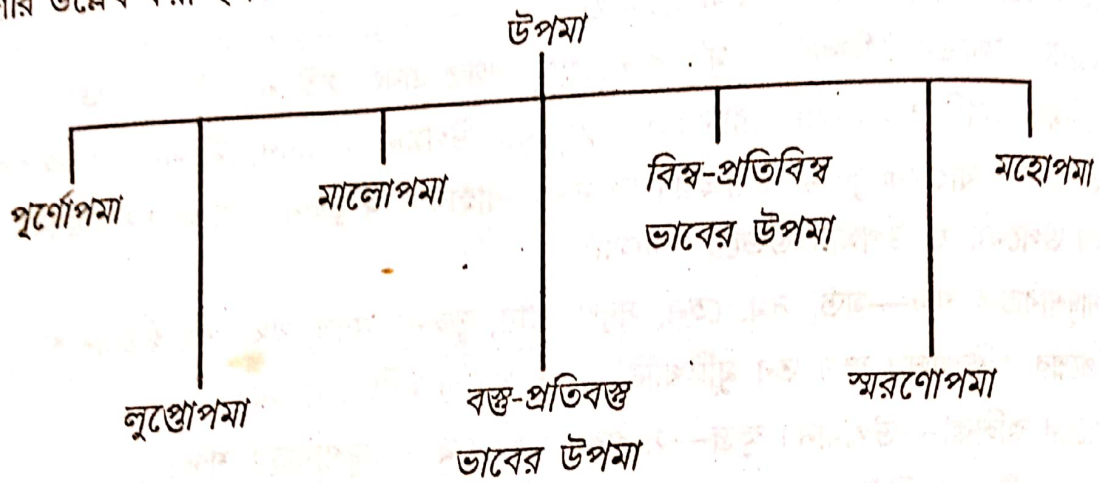

পূর্ণোপমা ঃ যে উপমা অলঙ্কারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গই বর্তমান, তাকে পূর্ণোপমা বলে। যেমন—

(১) রাজ্য তব স্বপ্নসম
গেছে ছুটে।

—রবীন্দ্রনাথ

রাজ্য—উপমেয়।
স্বপ্ন—উপমান।
ছুটে যাওয়া—সাধারণ ধর্ম।
সম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ।
উপমার চারটি অঙ্গই একটি বাক্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

...' ও 'মুখ' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য একটি বাক্যের মধ্যে প্রদর্শিত

(২) সিঁদুর বিন্দু শোভিত ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা।

—মধুসূদন

...বিন্দু—উপমেয়। তারারত্ন—উপমান। শোভিত—সাধারণ ধর্ম। যথা—সাদৃশ্যসূচক
...—ক্রিয়া।

...বিন্দু' ও 'তারারত্ন' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

(৩) পিপিল শাড়ির মত সমুদ্রের নীল
তোমার দেহের তটে হয়েছে ঝিকিমিক।

—দিনেশ দাস

...—উপমেয়। সমুদ্রের নীল—উপমান। ঝিকিমিক—সাধারণ ধর্ম। মত—তুলনা বাচক

...' ও 'সমুদ্রের নীল' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

(৪) দিলে আছি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র।

—রবীন্দ্রনাথ

...তুমি) দিলে—তুমি উহ্য কিন্তু দিলে ক্রিয়ার দ্বারা তার উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে। এটি
...য়।

...সদ্যোজাত কুমারী—উপমান। সুন্দর সরল শুভ্র—সাধারণ ধর্ম। মতো—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

...তুমি' ও 'সদ্যোজাত কুমারী' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

(৫) আষাঢ় মাসের মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো একটুমাত্র ত্বরা।

—রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

(৭) বজ্র সম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে।

অপবাদ—উপমেয়। বজ্র—উপমান। বাজে—সাধারণ ধর্ম। সম—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।
'অপবাদ' ও 'বজ্র' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

(৮) পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

পূর্ণিমা চাঁদ—উপমেয়। রুটি—উপমান। ঝলসানো—সাধারণ ধর্ম। যেন—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।
'পূর্ণিমা চাঁদ' ও 'রুটি' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

(৯) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘোষিতে সৌরভময়।

কানুরপিরীতি—উপমেয়। চন্দন—উপমান। সৌরভ—সাধারণ ধর্ম। রীতি—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।
'কানুর পিরীতি' ও 'চন্দন' এই দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

লুপ্তোপমা ঃ উপমা অলঙ্কারের চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যে উপমা অলঙ্কারে এই চারটি অঙ্গের মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক অংশ লুপ্ত বা উহ্য থাকে, তাকে লুপ্তোপমা অলঙ্কার বলে। যেমন—

(১) কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি

—গোবিন্দ দা

পদতল—উপমেয়। কমল—উপমান। সম—সাদৃশ্যসূচক শব্দ। কিন্তু এখানে সাধারণ ধর্ম কোমল উহ্য। সাধারণ ধর্মটিকে অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়।

(২) দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালোমেয়ের কালো হরিণ চোখ।

—রবীন্দ্রনা

কালোমেয়ের চোখ—উপমেয়। হরিণ চোখ—উপমান। কালো—সাধারণ ধর্ম। তুলনাবাচক শব্দ 'মতো' এখানে উহ্য।

(৩) বটের ঝুরির মত অন্ধকার নামে
বরফের মত চন্দ্রোদয়। —দিনেশ দা

অন্ধকার চন্দ্রোদয়—উপমেয়। বটের ঝুরি—উপমান। বরফ—তুলনাবাচক শব্দ। সাধারণ ধর্ম অনুপস্থিত।

Scanned with CamScanner

(৪) কবি! করুণায় তুমি এক বহমান নদী।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি (কবি)—উপমেয়। বহমান নদী—উপমা। করুণা—সাধারণ ধর্ম। সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এখানে লুপ্ত।

(৫) ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো চোখে মাখিয়াছে খুদ।

—জীবনানন্দ দাস

চোখ—উপমেয়। রেশম—উপমান। মতো—সাদৃশ্যবাচক শব্দ। সাধারণ ধর্ম 'নরম' বা 'মসৃণ' এখানে লুপ্ত।

(৬) গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মতো রাখি।

—রবীন্দ্রনাথ

গন্ধটুকু—উপমেয়। রেখা—উপমান। মতো—সাদৃশ্যবাচক শব্দ। 'অতি সূক্ষ্ম' এই সাধারণ ধর্মের উল্লেখ এখানে নেই।

(৭) নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব। —গোবিন্দদাস

নয়ন—উপমেয়। নীরদ—উপমান।

এখানে সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত।

সাধারণ ধর্ম হতে পারত 'মেঘের' মতো জলপূর্ণ চোখ।

সাদৃশ্যবাচক শব্দ হতে পারত 'মতো'।

(৮) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

—জীবনানন্দ

চুল—উপমেয়। নিশা—উপমান। অন্ধকার—সাধারণ ধর্ম। সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত।

মালোপমা ঃ যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় থাকে একটি, কিন্তু উপমান থাকে একাধিক, তাকে মালোপমা অলঙ্কার বলে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) উপমেয় থাকে একটি, উপমান থাকে অনেক।

(খ) উপমেয় অনুযায়ী ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়।

(গ) সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

(ঘ) তুলনাবাচক শব্দ না থাকতে পারে।

উদাহরণ—

(১) সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের
হাসির মতন

—রবীন্দ্রনা

Scanned with CamScanner

মুখ—উপমেয়। ফুল, আনন—উপমান।
একটি উপমেয়ের দুইটি উপমান থাকায় এখানে মালোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(২) মলিন বদনা-দেবী, হায়রে যেমতি,
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।

—মধুসূদন

দেবী (সীতা)—উপমেয়।
সূর্যকান্ত মণি ও রমা—উপমান।
একটি উপমেয়ের দুটি উপমান।
মন্তব্য ঃ সীতা ও রমা দুই জনই নারী সুতরাং বলা যেতে পারে একই জাতীয় দুইটি পদার্থের তুলনা কি করে উপমা অলঙ্কার হয়। সীতাকে মর্ত্যের মানবী ও রমাকে স্বর্গের দেবী মনে করে তাঁদের বিজাতীয় বলে গণ্য করতে হবে।

(৩) তোমার সে চুল
জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন।

—বুদ্ধদেব বসু

চুল—উপমেয়। সূতা, মেঘ—উপমান। মতো, মতন—সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

(৪) দুধের মতো মধুর মতো মদের মতো সুরে
গেয়েছিলাম গান।

গানের সুর—উপমেয়। দুধ, মধু, মদ—উপমান।
একটি উপমেয় গানের সুরকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে মালার মতো তিনটি উপমান ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) মেহগনির মঞ্চ জুড়ে পঞ্চ হাজার গ্রন্থ
সোনার জলে দাগ পড়েনা খোলে না কেউ পাতা।
অনাস্বাদিত ~~আস্বাদিত~~ মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।

—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থ—উপমেয়। মধু, যূথী—উপমান।
একটি উপমেয়ের দুটি উপমান।

(৬) উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের নিষ্ফল সঞ্চয়।।

—রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

...সঞ্চয়—উপমেয়। ধূলি, তৃণ—উপমান।

(৭) আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল।

—নজরুল

আমি—উপমেয়। প্রভঞ্জন, বারিধি—উপমান।

...বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা : যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম এক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হয়ে কাব্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে তাকে বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা অলঙ্কার বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য :

(ক) বস্তু হল উপমেয়।

(খ) প্রতিবস্তু উপমান।

(গ) এই অলঙ্কারে সাধারণ ধর্মের গুরুত্ব বেশী।

(ঘ) উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম বস্তু এবং উপমানের সাধারণ ধর্মকে প্রতিবস্তু বলা হয়।

(ঙ) একই ভাষায় উপমেয় উপমানের সাধারণ ধর্ম প্রকাশিত হলে সেখানে পুনরুক্তি ঘটে।

উদাহরণ—

(১) রকত-উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর বুলে
ঐছে ফিরয়ে দুই আঁখি।

—চন্ডীদাস

আঁখি—উপমেয় এর সাধারণ ধর্ম ফিরয়ে।
ভ্রমর—উপমান এর সাধারণ ধর্ম 'বুলে'। সুতরাং আঁখির ঘোরা ফেরা এবং ভ্রমরের ফুলের ...পর ঘোরাফেরার বস্তু—প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন।

(২) নিশাকালে যথা
মুদিত কমলদলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত।

—মধুসূদন

প্রেম—উপমেয়। প্রেমের সাধারণ ধর্ম 'অন্তরিত' হল বস্তু ভাবাপন্ন এবং সৌরভ—উপমান ...র সাধারণ ধর্ম 'গুপ্তভাবে' প্রতিবস্তুভাবাপন্ন। 'অন্তরিত'এবং 'গুপ্তভাবে' দুটি সাধারণ ধর্মের ...র্থ এক—গোপনে। এবং সাদৃশ্যসূচক শব্দ 'যথা'। সুতরাং অলঙ্কারটি বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের ...উপমা অলঙ্কার।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা : যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম ...একই ভাষায় প্রকাশিত হয় না, এমন কি অর্থের নিরিখেও তাদের মিল থাকে না, শুধু সূক্ষ্ম ...ব্যঞ্জনার দ্বারা সমগ্র অংশের মধ্যে এক ভাবৈক্য লক্ষ্য করা যায়, তাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের ...উপমা অলঙ্কার বলা হয়।

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) এই অলঙ্কারে উপমেয়ের ধর্ম হল বিম্ব এবং উপমানের ধর্ম প্রতিবিম্ব।

(খ) শব্দার্থের দিক থেকে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্মের কোন মিল চোখে পড়ে না।

(গ) সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে ভাবগত দিক থেকে উভয়ের সাধারণ ধর্মের সাধর্ম্য চোখে পড়ে।

উদাহরণ—

(১) কেবল আসার আশা, ভবে আসা আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।

—রামপ্রসাদ

জীবের ভবে আসা, 'আসা মাত্র হলো' হল—উপমেয়ের ধর্ম বা বিম্বের ধর্ম এবং ভ্রমর উপমানের 'ভুলে রলো' হল—প্রতিবিম্বের ধর্ম। এই দুই ধর্মের অর্থগত দিক থেকে কোন স্পষ্ট মিল নেই কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অসারত্বের কথা, ব্যর্থতার কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা হয়েছে।

(২) আগুনে যেমন সব বিষ যায়,
প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি।

—মোহিতলাল

উপমেয়—প্রেম, উপমান—আগুন। প্রেমের ধর্ম সব কিছুকে শুদ্ধ করা, আগুনের ধর্ম সমস্ত বিষকে বা অশুদ্ধকে নষ্ট করা। সুতরাং সূক্ষ্মার্থে বিম্বভাব প্রেমের ফলে সব কিছুর শুদ্ধতা, প্রতিবিম্বভাব আগুনের স্পর্শে সব কিছুর শুদ্ধতায়। সুতরাং অলঙ্কারটি বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব।

(৩) দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।।

—রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় 'শেষ আলোটি'। উপমান—'বধূ'। উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম-'পড়েছে ওই পারে জলের কিনারায়' অর্থাৎ শেষ বেলার তির্যক বিষণ্ণ রশ্মিপাত। উপমানের সাধারণ ধর্ম-'নয়ন রাঙা করে বাপের ঘরে চায়'। অর্থাৎ বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসার সময় বধূ যেমন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পিত্রালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই এ বিদায় বিষণ্ণতার ভার বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের সৃষ্টি করেছে।

স্মরণোপমা ঃ ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখে বা প্রত্যক্ষ অনুভব করে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অনুভূতি স্মৃতিপটে জেগে ওঠে এবং তার দ্বারা যদি কাব্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, তাকে 'স্মরণোপমা' বা স্মরণ অলঙ্কার বলা হয়।

Scanned with CamScanner

(৪) যেহেতু এটি সাদৃশ্যবোধক অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু সাদৃশ্যের ভাব থাকা অবশ্য
(৫) কেবল স্মৃতিচারণা স্মরণোপমা অলঙ্কার নয়। যেমন—

(১) কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।

—চন্ডীদাস

রাধিকার প্রণয়ী ছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো। রাধিকা কালো জল ঢালতে
লেন, অমনি সেই প্রণয়ী কালো কৃষ্ণের কথা মনে পড়লো।
এখানে কালা—উপমেয়। কালো জল—উপমান। কালো—সাধারণ ধর্ম। সাদৃশ্যবাচক শব্দ
ই।

কালো জলের সঙ্গে কৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হয়েছে। কালো জলের প্রত্যক্ষ অনুভব
ের মনে কালো কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিয়েছে। এই অনুভূতি কাব্যে অপরূপ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি
রেছে। সুতরাং স্মরণোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(২) হেরিয়া নবীন ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

আঁখি—উপমেয়। 'ঘন' অর্থাৎ মেঘ—উপমান।
'পড়িল মনে' অর্থাৎ ঘন নীল মেঘ দেখে সজল কাজল আঁখির কথা মনে পড়ছে।

মহোপমা ঃ যে উপমা সাধারণত মহাকাব্যে ব্যবহৃত হয় তাকে মহোপমা অলঙ্কার বলা
য়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) উপমেয়কে তুলে ধরার জন্য উপমানের বিশদ বর্ণনা থাকে।
(২) একাধিক উপমান, কিছু উপমানকে বিশদ ব্যাখ্যায় পটভূমি প্রস্তুতির উপযোগী করে
লা হয়।

উদাহরণ—

(১) যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভুতলে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে

—মধুসূদ

Scanned with CamScanner

সতী—উপমেয়।

উপমেয়কে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যাধের তীরে আহত বিহঙ্গীর প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারীবেশে দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিলা কৌতুকে।

—মধুসূদন

বীরাঙ্গনা—উপমেয়। মহারথী—উপমান।

উপমেয়-এর গুরুত্ব বোঝাতে পার্থ মহারথীর বীরসুলভ কার্যক্রমকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner